বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। সোমবার দুপুর থেকে মধ্যরাত পর্য
মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ফের সংঘর্ষের আশঙ্কায় মঙ্গলবার সব অনুষদের পরীক্ষা স্থাগিত করা হয়। এদিন কোনো ক্লাসও হয়নি।

জানা যায়, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল ছাত্রলীগের সাবেক দপ্তর সম্পাদক
ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের চতুর্থবর্ষের শিক্ষার্থী মুইন নাদিম আল
মুন্নাকে সোমবার হল থেকে বের করে দেয় বাকৃবি ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার
তায়েফুর রহমান রিয়াদ গ্রুপের নেতাকর্মীরা। মুন্না এদিন দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেআর মার্কেটে গেলে সভাপতি গ্রুপের প্রায় ২০ জন তার ওপর চড়

সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতা-কর্মীরা বিষয়টি জানতে পেরে ছুটে এলে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ এবং দফায় দফায় ধাওয়া পালটা-ধাওয়া হয়।
আহতদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ কেয়ার সেন্টার ও ময়মনসিংহ মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে পুলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিস্থি

ভুক্তভোগী মুন্না বলেন, বঙ্গবন্ধু হলের আলিফ, ইমন, সাইদ, শাহরিয়ার এবং ঈশা খাঁ হলের আদনান সাইদ অনিকসহ প্রায় ২০ জন আমার ওপর হা

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাকৃবি ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার তায়েফুর রহমান রিয়াদ বলেন, যে ঘটনা ঘটেছে তা অনাকাঙ্ক্ষিত। শামসুল হক
করেন। তাদের মধ্য থেকে যারাই ঘটনাটি ঘটিয়েছে তাদের শনাক্ত করে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেব। তিনি বলেন, মুন্নাকে হল থেকে বের করে দেওয়
গেছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মহির উদ্দিন বলেন, আমরা উভয়পক্ষের নেতার সঙ্গে বসে বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্টা করছি।
বিচারের আওতায় আনব।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. খান. মো. সাইফুল ইসলাম জানিয়েছেন, সংঘর্ষে অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। অনে
কথা বিবেচনায় নিয়ে আজকের (মঙ্গলবার) পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

8
Shares

যুগান্তর ইউটিউব চ্যা

আরও খবর